নহ মাতা, নহ কন্যা!

বিপ্লব পাল

সেটা ১৯৯৩। ডিসেম্বর মাস। গরবেতার গন্ডগ্রাম-মেদিনীপুর জেলা। আই আই টিতে ডিগ্রি পেতে গেলে জাতীয় সমাজ সেবক সংঘ (এন এন এস) এর কাজ করা বাধ্যতামূলক। গোলমরিচ শীতে গ্রামের স্কুলে তাবু খাটিয়ে ক্যাম্প। আগের বছর শরীর খারাপের জন্য ক্যাম্প মিস করেছি-ফলে যাদের সাথে আছি সবাই জুনিয়ার। অধ্যাপক মাল বল্লেন তুমি একে সিনিয়ার, তার পরে গ্রাম থেকে এসেছো। বাকি সবাই শহরের ছেলে মেয়ে-এদের অবস্থা এখন ডাঙার কই মাছ। কিছু একটা কর, যাথে গ্রামের লোকেদের সাথে ইন্টারেকশন হয়। আমি বল্লাম এত ভাবার কি আছে-স্কুলে স্কুলে গিয়ে পড়ালেই ত হল।

দ্য আইডিয়া-ক্যাম্পে সকালে রোলকল হচ্ছে। আমি জানতে চাইলাম কজন বাংলায় পড়াতে পারবে? একশো পঞ্চাশজন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অন্তত পঞ্চাশটা বাঙালি। কেও এগিয়ে এলো না-নিজেরা বাংলা মিডিয়ামে পড়ে নি! কিভাবে বাংলায় পড়াবে? ভাবলাম শালা আমরা বাঙালী না বাঙালীর লাশ! এক হিন্দিভাষি ছাত্র বললো দাদা একটা আইডিয়া আছে!

বলে ফ্যাল।

-আমার কাছে সফদর হাসমির হাল্লা বোল নাটক আছে, আগে করেছি! আমরা হিন্দি ভাষিরা গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ওটা করব।

মনে মনে ভাবলাম গজু তুই বাঁচালি। কিন্তু হাতে বাংলা নাটক নেই। ক্যাম্পে পড়ার জন্য একটাই বাংলা বই নিয়ে এসেছি-তসলিমা নাসরিনের নির্বাচিত কলাম। লেখিকাকেই চিনি না। তাই সারাদিনটা গ্রামের এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি ঘুরলাম-রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। রবীন্দ্রনাথের বাংলা আমিই ঠিক ঠাক বুঝি না-সেটাকে গন্ডগ্রামে পথনাটিকা করে নামালে কি বাপান্ত হবে সেটা সহজবোধ্য। রাতে নির্বাচিত কলাম বইটা খুললাম-হতাশা কাটিয়ে কিছু ভাল প্রবন্ধ পড়ব এই অভিলাশ। তিনঘন্টা বাদে মাথাটা বঁই বঁই করে ঘুরতে লাগলো। এক নিশ্বাসে প্রথম বারো তেরোটা পড়ে ফেলেছি-গিলেছি গ্রোগ্রাসে। মনে মনে বল্লাম এবার এটাই হবে-মিশন তসলিমা!ভাবুন! একটা মেয়ে ভয়ডরহীন ভাবে পুরুষশাসিত সমাজকে শাসাচ্ছে। ও নিজেই সব থেকে বড় চরিত্র!

পরের দিন লাঞ্চের আগেই নামিয়ে দিলাম একটা পথনাটিকা-যার প্রায় সব ডায়ালগ তসলিমার। মেয়েদের জীবনের একটা প্লট টানলাম-বাকিটা নির্বাচিত কলামের কাট এন পেস্ট। আসলে সেটাই তসলিমার লেখার চূড়ান্ত বাস্তব-যেকোন বাঙ্গালি নারী চরিত্রে খাপ খায়--সমাজের প্রতিটা মুহুর্তে সে এত বঞ্চিত-প্রায় সর্বত্র ই

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

তসলিমার ভাষা বেদনার স্তরে বুকের মধ্যে জমা থাকে। ভাবলাম এটা সস্তার প্রটাগনিজম-টেনিস বলে ছয়মারা বা যাত্রার ঢঙ্এ মেয়েদের জন্য কান্না-সাহিত্যিক নাট্যকার বিপ্লব পালের ইঙ্গিত গেল।
নাটকটাতে দুটো মুখ্য নারী চরিত্র-এশা আর মহুয়া বলে বাংলা ড্রামাটিক সোসাইটীর দুজন ছাত্রীকে বাছা হল। ওরা দুজনেই এখন আমেরিকার দুই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। মহুয়ার বাংলাটা ভালো ছিল বলে ওকে প্রটাগনিস্টের রোলটা দিয়েছিলাম। এতেব ওকেই সাজানো হল তসলিমা। পথনাটিকায় গান অবশ্যক-তসলিমার কিছু গদ্যকে গানে-কবিতায় নামাতে হয়েছে।

সন্ধ্যায় দেখি মহুয়া ক্রমাগত আবৃত্তি করে চলেছে। বল্লাম করিস কি?
-দুর্দান্ত ডায়ালগ, এতদিন বলতে চেয়েছি। পারি নি। এটাত আমার নিজস্ব কথা-এমনিতে আর কোনদিন এমন খুল্লাম খুল্লা করে বলতে পারবো কি না জানি না। তাই নাটকেই বলে নিই। অনেক হালকা মনে হচ্ছে এগুলো আবৃত্তি করে।

আমি ভেবেছিলাম টুকেফুকে টেনেটুনে একটা শস্তার কিছু নামিয়েছি। কি ভাবে বুঝবো তসলিমার ভাষা আসলে নারীর বুকচাপা অহল্যা কান্না! পুরুষতো! শরতবাবু ও নই। এই অভিজ্ঞতার পর থেকে তসলিমা লেখিকা না সস্তার প্রটাগনিস্ট সেই তর্কে যাই নি। শুধু বুঝেছি,অন্য মেয়েরা যা পারে নি, তসলিমা সেটাই পেরেছে।

তার পর আজ চোদ্দ বছর বাদে ভিন্নমতে তসলিমা ইস্যুতে কলম ধরছি। ব্যাক্তি তসলিমা এখানে তুচ্ছ। ইসলাম ও ফ্যাক্টর না। ইস্যুটা হচ্ছে ব্যাক্তি স্বাধীনতার। লেখার অধিকারের।

আমি লিখব-আর কেও আঘাত পেল না! তাহলে লেখার বদলে অশ্বডিম্ব পাড়তে হয়। মানুষ যে 'ভাবে' ভাবিত, যে শ্রোতে ধাবিত-তার বিপরীতমুখেই 'আসলি' লেখকের অবস্থান। সমাজে যদি সব ঠিকঠাক চলছে ত পেন ধরা কেন রে বাবা? মুদির দোকানে বসলেই 'ত' হয়! অনেকে বলছেন কেন? অন্যরা ধর্ম সংস্কার করে নি? ইসলামের
ইতিহাস এখানে খুব কালো-মুসলমানদের মধ্যে ইসলামে যারা সংস্কার চেয়েছেন বা যারা এর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন প্রায় সবাইকেই হত্যা করা হয়েছে। ইসলাম সহিষ্ণুতার ধর্ম বলে ডুগডুগি বাজালেইতো আর এই কালা ইতিহাস চেঞ্জ করা যাবে না।
গনতন্ত্র, ধর্ম, ধর্ম নিরেপেক্ষতা, উদার গনতন্ত্র, মানবিকতা-এগুলো কোনটাই পুঁথিবুলি নয়। প্রাক্টিশ করতে হয়। নিজের মনের মধ্যে-সমাজের প্রতিটা ধাপে। কোরানে সহিষ্ণুতার বাণী আছে বলেই ইসলাম সহিষ্ণু শান্তির ধর্ম হতে পারে না-যতক্ষন পর্যন্ত না মুসলমান সমাজের সহিষ্ণু শান্তির রূপ আমরা না দেখছি।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

কথাটা আমদের মতন 'উদার' উপদেশ বাগীশদের জন্য ও সত্য। আমি মোল্লাদের বিরুদ্ধে লিখছি-গালাগাল দিচ্ছি-আর তারা আমাকে গালাগাল দেবে না এটা কোন কথা হল! অবশ্যই দেবে। হজম করতে হবে। আমাদের ই বেশী হজম করতে হবে। উদারতার দাবি করতে হলে উদার হতে হবে। সহিষ্ণুতার দাবিদারদের আর ও বেশী সহিষ্ণু হতে হবে। বন্ধুর প্রতি উদারতা, সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে কিছু যায় আসে না-যখন মতের অমিল,সেটাই সহিষ্ণুতার পরীক্ষা।

আমাদের ধর্মনিরেপেক্ষ লেখককুলের মধ্যে-যারা ধর্মীয় উদারতা এবং সহিষ্ণুতা দাবি করে থাকেন, তাদের সহিষ্ণুতা বা উদারতা কতটা? তাদের হজম শক্তি কি মোল্লাদের চেয়ে বেশী? তারা 'হজমোলা স্যার' এর রুগী নন?

লেখার প্রতি সহিষ্ণুতা বা উদারতা দেখানোর কোন দরকার নেই-লেখাকে আপনি যত খুশি গালাগাল দিন। পাঠক ই অন্তিম বিচারক। কিন্তু লেখকের প্রতি কেন আমরা অসহিষ্ণু হব? কেন তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হবে?

অনেকে বলছেন তসলিমা নস্ট মেয়ে-তসলিমা নিজেও বলে তাই। তারা বলছেন আপনি কি চান, আপনার বউ মেয়েরা তসলিমার মতন হৌক?

আমার পুত্র সন্তান। কন্যা নেই। শুধু এটুকু জানি আমার স্ত্রী আমার সম্পতি নন। তিনি দ্বায়িত্বশীল-আর পাচটা মায়েদের মতন। নারী দ্বায়িত্বের মাধ্যমে শেখে, তসলিমার কাছ থেকে শেখে না। সংসারের দ্বায়িত্বের আগুনে পুড়েই তারা লোহা থেকে স্টীল হয়। কারুর কাছ থেকে শিখে নয়। সুতরাং মেয়েরা তসলিমার মতন খূল্লাম খূল্লা জীবন জাপন করতে চাইবে-এসব কিছু প্রগতিশীল মুখোশের মোল্লাদের ধর্মের কদর্য রূপটাকে আটকানোর ছল। বাঙালী বৌরা সারাদিন বাড়িতে বসে ট্রাস হিন্দি সিরিয়াল দেখে-যার অধিকাংশ ই পরকীয়া। তাই বলে কি সব বাঙ্গালী মেয়ে-বৌরা পরকীয়া নিয়ে মেতে আছে? সভ্যতার সেই আদিলগ্ন থেকে পরকীয়া চলে আসছে।তসলিমা নতুন কি শেখাবে হে?

তসলিমা দর্শনকে বিদেশ বলে সেক্স পজিটিভ ফেমিনিজম-যৌন নারীবাদ। এরা বিশ্বাস করেন নারীর যৌনতার মুক্তি না হলে নারী মুক্তি সোনার পাথর বাটি। এই নিয়ে একটা বড় প্রবন্ধ আমার ইবুকে (বিজ্ঞানের চোখে ধর্মগদ্য) আছে। কথাটা বিজ্ঞান সমর্থিত-কারন আমাদের জৈবিক অস্তিত্বের মূলে যৌনতা। তাই যৌনতা স্বাধীন না হলে, নারী কিসের স্বাধীন? সেখানে সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে কতটা নারী স্বাধীনতা দরকার-আর কতটা সমাজের বিবর্তনের ক্ষতি করবে। মানে, আমাদের ছেলেপুলেদের বেড়ে ওঠার অন্তরায় হবে। নারী স্বাধীনতাকে এই বিবর্তন দৃস্টিভংগী থেকেই দেখতে হবে। সেখানে তসলিমা ডাঁহা ফেল করেছেন। বাবা-মায়ের

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

থেকেও ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে বেশী ভাবতে হয়-এটাই সমাজের চালিকা শক্তি। সেটা তসলিমা বোঝেন নি।

স্বামী-স্ত্রীর প্রেম নিয়ে ধর্মগ্রন্থ লেখা যেতে পারে। সাহিত্য কেন রে বাবা? তসলিমার সতীত্বের দাবিদাররা অশিক্ষিত। অর্ধশিক্ষিত লোকের ভাঁড়ামি। যারা জীবনে কিছু বস্তাপচা ধর্মগ্রন্থ আর স্কুলের বইয়ের বাইরে কিছু পড়ে নি-তারা এবার সাহিত্য লেখা শেখাবে না কি?

ধর্ম বিবর্তনশীল। সময়ের সাথে সাথে ধর্মের আরো উন্নত রূপ সবার কাম্য-সেটা ধর্মকে সমালোচনা না করে সম্ভব নয়। ধজ্বাধারীরা নন, ধর্মের সমালোচকরাই ধর্মের বিবর্তনের আসল চালিকা শক্তি। তবে হ্যাঁ শোভন সমালোচনাই কাম্য। কিন্তু অশোভন-শোভনতার সীমারেখা নির্নয় করা সরকারের কাজ নয়। সেটা সম্পাদক এবং পাঠকের এক্তিয়ার। সরকারের
সেন্সর কাঁচি কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। হত্যার হুমকিকে ফৌজদারি আইন দিয়েই আটকাতে হবে।
ক্যালিফোর্নিয়া ১২/৮/২০০৭

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com